মাধবিকা।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।

১০ই বৈশাখ ১৩০৩ সাল।

সূচীপত্র

মাধবিকা।



মাধবিকা

পঞ্চ ঋতু থাক্ নিয়ে যাহে খুসী যার,
মধুমাস থাক্, প্রিয়ে, তোমার আমার।
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অনুরাগরঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিশেষ,
এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাতপবন,
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্ম্মর,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীতনির্ঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি,
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক্ যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।

আশঙ্কা।

তোমারে মথিয়া, প্রিয়ে, পাই সুধামৃত,
তাই বড় ভয় হয় অধিক মন্থনে
পাছে মিলে হলাহল ; রেখেছ আবৃত
মৌন বক্ষতলমাঝে অতি সঙ্গোপনে
যে গভীর স্নেহ, অগাধ গাহনে তার
যদি মিলে তল, যদি থাকে সীমাহীন
বালুকার চর ! শুষ্ক হয় পারাবার
যদি মন্থনের ভরে ! যায় চিরদিন
যদি দিনেকের তরে ! ভয়ে ভয়ে মরি
তাই সহে কি না সহে এত স্বর্গ-সুধা !
আমি নহি নীলকণ্ঠ, নাহিক সে ক্ষুধা
নিতে পারি যাহে বিষে সুধাসম করি',
হে সুন্দরি, তাই সদা ডরি মনে মনে
কি জানি গরল উঠে অমৃতমন্থনে !

মূঢ়তা।

রমণী প্রলয়ঙ্করী বলেছে যে কেহ
বিষম সাহস তার নাহিক সন্দেহ,
বুদ্ধি কিছু কম, নহিলে সে মূঢ়মতি
এক বাক্যে হারায় কি সকল সদ্গতি ?
বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মী, কৈলাসে ভবানী,
ইন্দ্রালয়ে শচীদেবী, মর্ত্ত্যে সুনয়নী
ঘরের গৃহিণী মহাদেবী ;—হে অজ্ঞান,
কোথা হবে ঠাঁই তব ? করিবে প্রয়াণ
কোন্ রসাতলপুরে নাহি নাগবালা
যেথা অনুক্ষণ দিতে তীব্র বিষ-জ্বালা
শিরায় শিরায় তব ? জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান' যদি ওই আঁখিকোণে,
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা ? মর দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'।

অকলঙ্ক।

কলঙ্কে মলিন যদি হয়ে' থাকে কেহ,
দেবি, তুমি নহ, নহে তব শুভ্র দেহ
নবনীকোমল। নিত্য আছ আপনার
গরবে গৌরবে তুমি, ওগো বসুধার
প্রিয় পরিজন, তপ্ত গৌরকান্তি তব
রয়েছে অম্লান শুভ্র যশে; নব নব
সুখরসে ভরিতেছ স্বর্ণ-প্রেমপাত্র
নিশিদিন ধরি', অবসর তিলমাত্র
নাহি চাহিবারে ফিরে' এই ধুলিম্লান
ধরণীর পানে; চির-উচ্ছ্বসিত প্রাণ
সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া উঠে তীব্র সুখভরে
মদিরার ফেণসম, শতধারে ঝরে
রূপরাশি নিরুপম, কাণায় কাণায়
তনুখানি ভরি' উঠে নবীন আভায়।

অগ্নিহোত্র।

উন্মেলিয়া শত শিখা দীপ্ত অনুরাগে
আজি খুঁজিতেছ কারে? তপ্ত হৃদে জাগে
কোন্ পূর্ব্বস্মৃতি, কার শ্যাম স্নেহমুখ,
অরণ্যের কোন্ বেদগাথা? দুঃখসুখ
কোন্ অতীতের ব্যাকুলিছে চিত্ত তব
দিবসে নিশীথে, ওহে অরণিসম্ভব?
দহিতেছ কার লাগি' অনন্ত দহনে
ক্ষীয়মাণ নিতি নিতি?

পড়েছে কি মনে
কোন পুরাণ কাহিনী—সরস্বতীতীরে
যবে ঋষিকন্যাগণ চারিধারে ঘিরে'
গুঞ্জন করিত বসি' মৃদু মৃদু স্বরে
দিবসের দুঃখসুখ যত, মৌনভরে
শুনিত একান্তচিতে কথা অভিনব
ঋষিমুখে, লাজাঞ্জলি দিত শিরে তব
বাষ্পাকুলচোখে ধীরে মন্ত্র পাঠ করি'

স্মিতমুখে শুচিমনে দেবতারে স্মরি',
দীপ্তি তব ঝলকিত চারু চন্দ্রানন
উজ্জ্বল আভায় ; সেই স্মৃতি পুরাতন
উঠিছে কি জাগি' আজি অরুণবরণে
তপ্ত বক্ষতলে, তাই শ্বসিছ সঘনে
শত শিখা মেলি' ?

অথবা পড়েছে মনে
কোন্ পরিচিতমুখে করুণনয়নে,
প্রতিদিন প্রাতে যার নিশ্বাস-সমীর
লাগি' চিত্ত তব নিত্য হইত অধীর
স্বর্ণস্নেহভরে, তপ্ত তাম্র শিখা তব
উঠিত উজলি' নব রাগে, অনুভব
করিতে অন্তরে কি বেদনা মৌনভাবে
কেহ নাহি জানে, শুধু চাহিয়া আকাশে
বেপমান বক্ষমাঝে রহিতে নীরবে
যবে সর্ব্বাঙ্গ সম্বরি' ; সেই মুখ তবে
করেছে চঞ্চল কি গো অচঞ্চল হিয়া ?

তারি লাগি' জ্বলিতেছ শ্বসিয়া শ্বসিয়া
নিশিদিন ধরি' ?

এখনো কি মনে আছে
মাহিষ্মতী-পুরী, দুইবেলা বসি' কাছে
দু'খানি অধরপুটে করিত বীজন
যেথা রাজার নন্দিনী, লভিতে চেতন
তুমি তন্দ্রা পরিহরি' ; লেলিহ নয়ন
সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে ধীরে করিত চয়ন
কনক যৌবনখানি চুম্বনের ছলে
বেপথু জাগায়ে তুলি' নীলাম্বরতলে ;
সোনার অঞ্চলখানি ভূমিতলপরে
পড়িত লুটিয়া ধীরে অবসাদভরে,
তব তাপে শ্রান্তি আসি' অলক্ষ্যে কখন্
নীরবে খুলিয়া দিত নীবীর বন্ধন
জানিবার আগে, বাঁধা যেথা সঙ্গোপনে
পিনদ্ধ যৌবনখানি মেখলাবন্ধনে।
সেই কথা সেই মুখ সেই সুলোচন

অতনুবেদন তনু চম্পকবরণ
দহিছে কি চিতে ? গুমরি' গুমরি' তাই
মরিতেছ তিল তিল করি', শান্তি নাই
মনে ?

বল বহ্নি যদি পড়ে' থাকে মনে
সেই মাতৃগর্ভবাস, প্রবালশয়নে
যবে কাটিত জীবন সুখদুখহীন,
রুদ্ধ তেজ হিম হয়ে' আছিল বিলীন
আপনার মাঝে, মৌন মাতৃস্নেহ হ'তে
করিত সঞ্চয় শুধু যত্নে বহুমতে
জীবনের তাপ ; বিস্তারিয়া শত ফণা
আছিল ঘেরিয়া শত নাগের ললনা
দিবসনিশীথ ধরি' বিনিদ্রনয়নে
পাছে ভাঙ্গে নিদ্রা তব কল্লোলতাড়নে
সমুদ্র গরজে যবে শিয়রের কাছে
শতোচ্ছ্বাসে।

বল খুলে' কি বেদনা আছে
ওই বুকে, হুতাশন! যুগে যুগে কবি
গাহে তব যশোগান, ভক্ত দেয় হবি
তপ্ত বক্ষে, সুখে দুঃখে মানবের গৃহে
চিরদিন আছ বিজড়িত শতস্নেহে
মিলনে বিরহে প্রেমে জীবনে যৌবনে
আজন্মের সর্ব্বকার্য্যে সকল বন্ধনে;
তবু যদি ব্যথা কোন বাজে ও হৃদয়ে,
বল বহ্নি, কিসে তার হইবে বিলয়।

অন্ধের যষ্টি।

মার্জ্জনা করিয়ো মোরে, মন্ত্রী নাই ঘরে—
বুদ্ধি পড়িয়াছে একা, সদা মরি ডরে
কোথা ফেলিবারে পদ কোথা গিয়া পড়ি
আমি মূর্খ মানবক ! হে মূর্খের ছড়ি,
এস ত্বরা পৃষ্ঠোপরি পড় আছাড়িয়া
হুহুঙ্কার ছাড়ি' ; বুদ্ধি উঠুক্ ঝাড়িয়া
মজ্জার তন্দ্রিমা তার, কর্ণ হোক্ খাড়া
পেয়ে কর্ণধারে, অন্তরাত্মা দিক্ সাড়া
অন্তরে হেরিয়া তার অন্তরের ছায়া
সুনিবিড়, দিকে দিকে বিস্তারিয়া মায়া
কলশব্দে পূর্ণ কর দিশি ; অনাদর
ঘুচুক্ আমার। তবে ছাড়ি' যাই ঘর
বিশ্বমাঝে বিশ্বতত্ত্ব করিতে প্রচার—
তুমি আসিয়াছ ঘরে আর ভয় কার !

উপমা।

একে একে ফুরাইল সকল উপমা—
বয়ান হেরিয়া লাজে মলিন চন্দ্রমা,
আঁখি লজ্জা দেয় হরিণীরে স্নেহভরে,
পুষ্পশর ছাড়ে ধনু ভ্রূবিলাসডরে,
নাসিকায় শুকশিশু, অধরে প্রবাল,
গ্রীবাদেশে হারে কম্বু, বাহুতে মৃণাল,
অভ্রভেদী মহিমায় পয়োধরভূমি
হিমগিরি ছাড়ি' উঠে সপ্তলোক চুমি',
কেশরী মরিছে হেরি কটির তনিমা,
সুপীন নিতম্বে মজে সকল প্রথিমা,
উরুদেশে হার মানে কদলীগঠন,
দেহযষ্টি সুললিত লতার মতন ;—
ত্রিভুবন আছে শুধু, অয়ি মনোরমা,
তোমার অঙ্গের তরে যোগাতে উপমা।

দুর্নিমিত্ত।

একি দুর্লক্ষণ, রমণী হয়েছে মৌন
মুনির মতন! নাহি জানি কি অগৌণ
বিপদ্‌পতন ঝুলিছে শিরের পরে!
ঝটিকার আগে বায়ু রহে মৌনভরে
দেখেছি এ লোকে, কিন্তু রমণীরসনা
ক্ষণকাল রহে স্থির যেন পদ্মাসনা
তপস্বিনী—হেন দৃশ্য অভিনব বটে!
তাই মরি ডরে, বুদ্ধি না যোগায় ঘটে
যথাকালে। চিরদিন ওই মুখবাণী
সম্বল করিয়া মানি, আর নাহি জানি
কিছু ত্রিভুবনে; তা'ও যদি বন্ধ হয়
কপালের গুণে অকারণে, নাহি সয়
আর। মনোভার বাঁধা থাক্ মনোমাঝে,
ভয়ে মরি কোন্ কথা কোন্‌খানে বাজে!

শিঞ্জন।

সর্ব্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে, সুন্দরি,
কঙ্কণ মেখলা হার নূপুর গুর্জ্জরী
নানা সুরে নিশিদিন ; রতিপতি বুঝি
কায়া ত্যজি' তব অঙ্গে ফিরে কায়া খুঁজি'—
চঞ্চল অধৈর্য্যভরে তারি পঞ্চ শর
তব অঙ্গে অঙ্গে আজি হয়েছে মুখর
মধুর নিক্কণে। তাই মরিবারে আসে
পুরুষের মন তব যৌবনের ফাঁসে
মুগ্ধ মৃগসম ; নূপুরশিঞ্জন শুনি'
ধ্যান ভাঙ্গি' উঠে' আসে মনোজয়ী মুনি
ধ্বনির পশ্চাতে ; ছন্দে ছন্দে প্রতি ঘাতে
বিরহীর মন নাচে মেখলার সাথে ;
তরুণ অরুণরাগে কঙ্কণকিঙ্কিণী
বক্ষমাঝে তালে তালে বাজে রিণিরিণি।

সমস্যা।

দেবতার মতিগতি তা'ও বুঝা যায়,
তোমারে বুঝিয়া ওঠা সেই মহা দায়,
হে ভামিনি! কিসে যে প্রসন্ন হও কবে
কিসে বা বিমুখ, কোন শাস্ত্র নাহি ভবে
এ তত্ত্ব জানিতে পারি যাহে। চতুর্ম্মুখ
বাখানিতে বেদ রহিলেন হয়ে' মূক
তব নামে আসি'; জ্যোতিষ আসিল জানি'
দূরতম নক্ষত্রকাহিনী, মৌন মানি'
রহিল সে হৃদাকাশে নামি'—ধ্রুবতারা
জাগিছ যেথানে তুমি। ভয়ে ভয়ে সারা
মোরা মূঢ়মতি, সে সাহস নাহি মনে
প্রবাল এনেছি হরি' বরুণসদনে
পশি' যে সাহসবশে। ও অগাধতলে
নামিলে ফিরিয়া আসা বহু জন্মফলে!

কলবেদনা।

আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব,
হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
রহিব সন্নদ্ধ ওই বসনের মত
তনুখানি সযতনে সম্বরি' সতত
মোর স্বচ্ছ জলধারে ; মৃদু মন্দ বায়ে
বিথারিয়া তন্তুজাল অঞ্চলের প্রায়
লুণ্ঠিব চঞ্চলহিয়ে কাঞ্চীপরিক্ষীণ
ওই তনুতটমূলে, যৌবন নবীন
পড়িছে স্খলিয়া যেথা কাঞ্চনবরণে
নিবিড়নিবদ্ধ ওই নীবীর বন্ধনে
করিয়া লঙ্ঘন, মৃদু কনকনিক্কণে
ধ্বনিছে ঘণ্টিকা শত বিজন বেদনে
বিঁধি' বিরহীর মন ; পরশ লাগিয়া
উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া
নব রাগে, ইন্দ্রধনুসম দিশি দিশি
বিচ্ছুরিব বিশ্বজাল মম অহর্নিশি

দিবালোকে চন্দ্রিকায় বর্ণে নব নব
মৌন সুখভরে ; স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি তব
স্বচ্ছ অম্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া
শরৎ কৌমুদীসম অম্বর টুটিয়া
চারু রশ্মিজালে।

বড় আশা আছে মনে
আমারে লইবে তুলি', অয়ি সুগঠনে,
বক্ষতলে তব। তাপে খিন্ন হবে যবে
পীন স্তন দুটি রাখিব আচ্ছাদি' তবে
সলিল-অম্বরে, স্তনাগ্রশিখরপরে
শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ স্নেহভরে
রহিবে উজলি' ; পয়োধর অন্তরালে
বিগলিত হারলতা লঘু বাষ্পজালে
মনে হবে মরীচিকা—বক্ষের স্পন্দনে
যেথা বহু আশা বহু ব্যথা সঙ্গোপনে
নিশিদিন ফুটে আর ঝরে।—অয়ি প্রিয়ে,
মানবপ্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে

আলিঙ্গন-আশে তব, ওই বক্ষোপরি
চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি'
তপ্ত স্নেহতলে, কোমল পরশে তব
লভি' নিত্য অনুপম শান্তি অভিনব
আনন্দ-নিশ্চল।

আর নাহি লাগে ভাল

সারাদিন কূলে কূলে ছায়া আর আলো
নিয়ে মিথ্যা বিড়ম্বনা, শুরু মনোভার
বহি' কলকলছল নিত্য অভিসার
কোন্ অজানা অকূলে। এবে হয় মনে
চিরদিন রব পড়ি' কমলচরণে
তব, নুপুরগুঞ্জন শুনি' কাটি' যাবে
দীর্ঘ দিন সুখে দুখে এইমত ভাবে
যুগ পরে যুগ; রহিব ঘিরিয়া তব
তরল যৌবনখানি—তনু অভিনব—
শত নাগিনীবেষ্টনে অনঙ্গের মত
লঘু স্বচ্ছ আবরণে; খেলিব সতত

অঙ্গ হ'তে অঙ্গে তব যৌবননন্দনে
নিঃশব্দ ঠুঙ্কারে কভু বাজিয়া কঙ্কণে
মৃদু ; হারলগ্ন হয়ে' পড়িব খসিয়া
বক্ষতল হ'তে নীবীতটে, উঘারিয়া
হিয়া তব—হরকোপানলে মনমথ
ভস্মীভূততনু পড়েছিল যেই পথ
বাহি' রসাতলে; কভু মেখলার মাঝে
হারাইয়া পথরেখা কোন দিন সাঁঝে
ঝুরুঝুরু বায়ুবশে পড়িব এলায়ে
বিবশ আবেগে তব শিথিলিত কায়ে
তাপজরজর ; পুলক উদঞ্চি' উঠি'
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব বন্ধ ফেলিবেক টুটি'।

কর্ণধার।

মনসিজ চক্ষু মুদি' ভাবে মনে মনে
আমি সর্ব্বমনোজয়ী এই ত্রিভুবনে।
রতি আসি' কহে কাণে, নহে নিজগুণে
প্রভু, শুধু চল বলে' মোর বুদ্ধি শুনে';
তোমার যতেক গুণ জানাই ত আছে,
আপন টঙ্কারে নিজে হঠে' এস পাছে
মোর অঞ্চলের কাছে—এমনি সাহস!
গর্ব্ব কর বিশ্বজয়—তুমি কার বশ
তাই ভেবে দেখ মনে। কহে রতিপতি,
মার্জ্জনা করিয়া মোরে, আমি মূঢ়মতি,
পঞ্চপুষ্পশরগর্ব্বে উন্মত্ত আবেগে
মনে নাহি ছিল, প্রিয়ে, তুমি আছ জেগে!
তরী যবে পালভরে ছুটে দুর্নিবার,
মাঝে মাঝে ভুলে যায় আছে কর্ণধার।

বৃথা গর্ব্ব।

নরজাতি অস্ত্রহীন অক্ষম অগতি,
নারীদল সর্ব্ব অঙ্গে মায়া-অস্ত্রমতী।
বল, হে মন্মথ, তব কারে পক্ষপাত—
কার প্রতি খরতর তব শরঘাত?
আপন জাতির কিছু রাখ কি খাতির,
অথবা তাহারে হান' বাছা বাছা তীর
নারীর যৌবনদুর্গে লুকাইয়া বসি'!
এই কি গৌরব তব, হে মহাসাহসী,
যে জন মরিয়া আছে নূপুরতাড়নে,
জর্জ্জর নির্জ্জীব বন্দী মেখলাবন্ধনে—
পঞ্চত্বের বাকি নাই, পঞ্চশর তায়?
যে মরেছে মৃগলোচনের মৃগয়ায়
সে মৃগবধের গর্ব্ব তুমি কর কে হে
তব নামাঙ্কিত শর বিঁধি' তার দেহে?

পরীক্ষা।

একদিন রতি আসি' মদনসদনে
আঁখি ঠারি' কহে ধীরে সহাস্য বদনে :—
চুরী করি' রাখিয়াছি পুষ্পধনু তব,
দেখিব বাহির কর কি উপায় নব।
বিনা ধনু বিনা শরে কারে কর জয়
এইবারে দেখা যাবে, ওহে ফুলময় ;
মাধবী আসিবে যবে ফুটিবে বকুল
গাহে কি না গাহে পিক পঞ্চমে আকুল ;
বাপীতটে ছায়াতলে বিরহিণী বালা
আসন্ন-মিলন-আশে গাঁথে কি না মালা ;
বর্ষপরে সমাগত মধুর মিলনে
কাটে কি না কাটে রাতি প্রণয়গুঞ্জনে ;
নবীন যৌবন, ছাড়ি' সর্ব্ব চপলতা,
জয়দেব পড়ে কিম্বা পড়ে নীতিকথা।

সফলতা।

থাক্ তবে তব হস্তে শর আর ধনু,
আজ হ'তে অঙ্গে তব রহিল অতনু।
বড় সাধ ছিল মনে বহুদিন ধরি'
দেখিব মৃগয়াবেশে তোমারে, সুন্দরি—
তূণীর ঝুলিছে পৃষ্ঠে, ফুলধনু হাতে,
ফুলবাস অঙ্গে তব, কিরীটিকা মাথে,
শরভয়ে ধাবমান শীকারের পিছু
ছুটিয়াছ বাধাবিঘ্ন নাহি মানি' কিছু,
নয়ন নিমেষহীন, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
পিছে পিছে ছুটিয়াছে সখা মধুমাস
লয়ে' তার পুষ্পভার, চূতশাখা করে
তোমার সহায় হয়ে'—লঘুপদভরে।
এতদিনে সাধ বুঝি পূরিল এবার
তোমাতে হেরিয়া, প্রিয়ে, স্বারূপ্য আমার।

বিষামৃত।

একদিকে বিষ আর একদিকে সুধা
মিটাইতে জগতের সর্ব্ববিধ ক্ষুধা
দুটি কুম্ভ পূর্ণ করি' দিয়াছেন বিধি
নারীর হৃদয় জুড়ি' দুটি পয়োনিধি।
আদিযুগে দেবাসুর মন্থনসময়ে
মহামায়া হরেছিল অসুরের ভয়ে
সকল অমৃত বুঝি ওই বক্ষতলে,
ছলিতে অসুরে শেষে ভরিয়া গরলে
অনুরূপ কুম্ভ বিধি বসাইল আনি',—
দেবাসুরে ভাগ করি' লয় দুইখানি।
সে অবধি নারীবক্ষ বিষামৃতে ভরি'
তুষিতেছে সর্ব্বলোকে দিবসশর্ব্বরী।
কেহ বা বাসনাবিষ পান করে' যায়,
কেহ স্নিগ্ধ উৎস হ'তে শুধু সুধা পায়।

কুম্ভমেলা।

নাহি ক সন্ন্যাস হেথা, নাহি ভস্মরাগ,
কূলে কূলে ভরি' উঠে শুধু অনুরাগ।
ঘাটে রাখি' শূন্য কুম্ভ নামে কুতূহলে
ভাসাইতে পূর্ণ কুম্ভ যমুনার জলে
গোপবধূজন যত ; দেহবন্ধ হ'তে
কুচকুম্ভ দুটি বুঝি ভেসে যায় স্রোতে
কোন্ দূরদেশে কোন্ শ্যামের উদ্দেশে
যৌবনপীযূষভরা মুগ্ধ প্রেমাবেশে।
কি না জানি উছলিবে প্রেমের তুফান
যমুনার স্রোত যবে বহিবে উজান,
চির-নারীহৃদয়ের উৎসবভরে
ধ্বনিবে শতেক কুম্ভ পূর্ণ কলস্বরে।
এই সেই কুম্ভমেলা, এই সে প্রয়াগ,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথলয় নব অনুরাগ।

পরিণাম।

হে নারীর মনোভূমি, হে বালির চর,
প্রভাতে দেখেছি তোরে বড় মনোহর।
নদীপার হয়েছিনু লয়ে' ভাঙ্গাতরী
এইখানে চিরদিন র'ব আশা করি'।
সব শস্য ছড়াইনু তব বালুপরে,
বাঁধিনু বালির ঘর মহা যত্নভরে।
ভাবিনু নির্জ্জনে হেথা নদীকলগানে
স্বর্ণশস্য কাটি' লব সফল অঘ্রাণে।
মধ্যাহ্নে দেখিতে পাই একি রুদ্ররূপ—
কঠিন বহ্নির মত জ্বলে বালুস্তূপ!
তপ্ত ঝড়ে গৃহ মোর কোথা গেল উড়ে',
যত বীজ রোপেছিনু সব গেল পুড়ে'।
আজি হেরি চারিদিকে শুধু মরুরাশি
সর্ব্ব চিহ্ন লোপ করি' হাসে শুষ্ক হাসি।

সর্ব্বস্বান্ত।

আর কোন অস্ত্র নাই—বাঁশীটি কেবল
বিরহ-বিপিনে মোর সাথী ও সম্বল।
কটাক্ষ আছয়ে তব নয়নের কোণে—
অমোঘ সন্ধান কর ভ্রূধনুযোজনে,
অধরে রয়েছে ঢাকা তৃষিত চুম্বন—
হৃদয় হইতে করে শোণিত শোষণ,
বচনে করিয়া আন হৃদয়হরণ,
বন্দী করি' রেখে দেয় বাহুর বন্ধন,
রেখেছ বরুণবাণ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে,
অগ্নিবাণ আছে তব উপহাস-হাসে ;—
এত অস্ত্র আছে তব তবু কেন মোরে
রাখিতে চাহ গো, রাধে, বাঁশীহীন করে' ?
মন চুরী করেছিলে সয়েছিনু সব,
বাঁশী যদি চুরী কর তা' হ'লে নীরব।

ভীমরতি।

ভীমরতি ধরিয়াছে বৃদ্ধ মনমথে—
নহিলে সে দাঁড়াত কি আসি' তব পথে?
জলে নামি' কুম্ভীরের সহিত বিবাদ—
এইবারে বৃদ্ধ বুঝি ঘটায় প্রমাদ।
পাঁচখানি শরমাত্র সহায় তাহার,
একমাত্র ফুলধনু তা'ও মান্ধাতার।
তোমার যুগল ধনু ললাটের মাঝে
নিমেষে শতেক শর মর্ম্মে গিয়া বাজে
যারে চাহ বিঁধিবারে। তোমার সহিতে
কি সাহসে নামিল সে বিবাদ করিতে
অন্তিম দশায় আজি? বৃদ্ধ যম বুঝি
এতদিনে পাইয়াছে সিধা পথ খুঁজি'
করিবারে বন্দী এই ফুলধনুবীরে,
পথ চাহি আছে তাই বৈতরণীতীরে।

ভিক্ষা।

হে মন্মথ, খুলে দাও তব খেয়াতরী,
মিলনের পারে যাত্রী দাও পার করি'।
নদীতে উঠেছে ঢেউ, আকাশেতে মেঘ,
সন্ধ্যার পবনে ক্রমে বাড়িতেছে বেগ।
পারাণীর কড়ি চাহ—নির্লজ্জ নাবিক,
কত যে দিয়াছি আমি আছে তার ঠিক?
মন ছিল, প্রাণ ছিল—কিবা আছে বাকি,
তার পরে আরো চাও—আরো দিবে ফাঁকি!
যৌবন সঁপিয়া দেছি চরণে তোমার,
সুখশান্তি কড়াক্রান্তি কিছু নাহি আর।
আমার হইত যদি বিশ্বচরাচর,
বেচিয়া দিতাম তোরে,—ওরে দস্যুবর।
সর্ব্বস্ব দিয়েছি তবু—তুলিনে সে কথা—
ভিক্ষারূপে মাগি আজি তব সহায়তা।

দোষ।

আমারি সকল দোষ, অনিন্দ্যসুন্দরি,
অপরাধ তোমা হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
শুভ্র হংসপক্ষ হ'তে জলবিন্দুপ্রায়
মুক্তার ধারার মত সুন্দর শোভায়।
কেমনে বাঁধিয়াছিলে, বিঁধেছিলে শর,
কেমনে করিয়াছিলে গরলে জর্জ্জর
জীবন যৌবনে মোর, সে কি আছে মনে—
শুধু সুধামুখখানি জাগিছে স্মরণে।
ছুরিখানি দেখি নাই, দেখেছিনু হাসি,
চুম্বনের মাঝে কোথা ছিল বিষরাশি
সে কথা কি মূঢ় জন মনে করে' রাখে!
সুন্দর তোমার লীলা, মধুর বিপাকে
টানে অন্ধজনে। তাহে মরে যেই জন
তারে লাগে সর্ব্ব দোষ—বিধির লিখন।

মান।

মান কর, কর সখি, যে যাহা বলুক্,
ওই দিক্‌পানে কভু ফিরায়ো না মুখ।
গ্রীবাটি বাঁকায়ো ধীরে মরালীর মত,
আঁখি ছুটি রাগভরে কর’ অবনত—
অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু অবহেলাভরে
এই দীনজন পানে; স্ফূরিত অধরে
জাগ্রত করিয়া মোর চুম্বন-পিপাসা
বঞ্চিত করিয়ো শেষে না পূরায়ে আশা
মোর লুব্ধ অধরের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করি’;
অঞ্চলের প্রান্তখানি রাখিয়ো সম্বরি’
বক্ষতলে দৃঢ়-করে। তবু রোষচ্ছলে
চাও যদি মোর মুখে অবশ্য তা’ হ’লে
নিশি না হইতে শেষ শাসনের পাশ
আসিবে শিথিল হয়ে’ মনে আছে আশ।

বিড়ম্বনা।

চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
অদ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে এ সবের। পুরাতন পুষ্পশরে
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে,—
পুষ্পে তার পশিয়াছে কীট, ধনুকের
ছিলা গেছে ছিঁড়ে এতদিনে, শুধু এর
আছে মাত্র পূর্ব্ব আস্ফালন ; এত দিনে
অতিব্যয়ী সর্ব্বস্বান্ত যৌবনের ঋণে
বিকায়ে গিয়েছে তার পরিপূর্ণ তূণ ;
মদনের মদপাত্রে তরল আগুণ
নিঃশেষিত এবে ; দ্বারে এসে বারম্বার
ফিরে যায় মধুঋতু দৈন্য হেরি' তার ;—
তবু যদি তার পরে মায়া থাকে, তবে
রহিয়ো গোপনে তাহা, রহিয়ো নীরবে।

অবসান।

হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন্ পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ—আর বেশি নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হ'তে হোক্ না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে!
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলাশেষে কুসুমের বক্ষে মরে' থাকা।